উলামায়ে কেরামের সম্মানে পয়গাম

আসুন, সবাই মিলে হকের সঙ্গ দিই!

মাওলানা মুহাম্মাদ মুসান্না হাসসান
হাফিজাহুল্লাহ

আস-সাহাব মিডিয়া (উপমহাদেশ)

শাবান, ১৪৩৮ হি.



বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আসুন, সবাই মিলে হকের সঙ্গ দিই!

মাওলানা মুহাম্মাদ মুসান্না হাসসান (হাফিজাহুল্লাহ)

الحمد لله رب العالمين، والصلاة السلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবী ও রাসুলগণের সর্দার, তাঁর সকল পরিবারবর্গ ও সাহাবায়ে কেরাম এবং কিয়ামত পর্যন্ত ইহসানের সাথে তাঁদের অনুসরণকারীদের উপর।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس ، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء
رواه الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما

অর্থঃ নিশ্চই আল্লাহ তাআলা মানুষের থেকে ইলমকে একেবারে উঠিয়ে নিবেন না, বরং ইলম উঠিয়ে নেওয়া হয় আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার দ্বারা।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাঃ থেকে শাইখাইন বর্ণনা করেছেন।

পাকিস্তান ও পাকিস্তানের বাহিরে অবস্থানরত সম্মানিত উলামায়ে কেরাম ও মুসলমান ভাইয়েরা!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকুতুহ!

আলোচনার শুরুতে আমরা আকাবির উলামায়ে কেরামের ইন্তেকালে আপনাদের প্রতি সান্ত্বনা ও শোক প্রকাশ করছি, যারা এই বছর আমাদের চলে গিয়েছেন। যাদের মধ্যে রয়েছেন সত্যবাদিতা ও পবিত্রতার মূর্তপ্রতীক শাইখুল হাদিস শাইখ সালিমুল্লাহ খান সাহেব রহ., সত্য উচ্চারণের পতাকাবাহী মুফতি হামিদুল্লাহ জান রহ., ফিতনাসমূহের বিরুদ্ধে পুরোদমে লড়াইকারী মুফতি মুহাম্মাদ ঈসা গুরমানি রহ.। এই হযরতদের পূর্বে জিহাদ ও মুজাহিদদের মাথার তাজ শাইখুল হাদিস ডাক্তার শের আলী শাহ রহ.ও আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রতি যুগে উলামায়ে হক-ই উম্মাহর কিশতীকে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছেন। তাঁরা প্রতিটি যুগে আম্বিয়ায়ে কেরামের ওয়ারাসাতের হক আদায় করে দ্বীনে ইসলামের সংস্কার ও পুনরুজ্জীবনের কাজ করেছেন। এ কারণেই উলামায়ে কেরামের দুনিয়া থেকে চলে যাওয়া প্রতি যুগে উম্মাহর বড় বড় দুর্ঘটনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

আজ যখন উম্মাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফরের চতুর্দশ শতাব্দী অতিবাহিত হচ্ছে। কিয়ামত প্রতিনিয়ত নিকটবর্তী হচ্ছে। ফিতনা বৃষ্টির ন্যায় বর্ষিত হচ্ছে। এবং প্রতিটি ময়দানে বাতিল শক্তিসমূহ দ্বীন ও উম্মাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। এই রকম পরিস্থিতিতে উলামায়ে হকের চলে যাওয়ার চাইতে বড় কোন দুর্ঘটনা হতে পারে না।

فإنا لله وإنا إليه راجعون! اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها

সুতরাং আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর কাছে ফিরে যাবো। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের মসিবতে আমাদেরকে পুরস্কার দান করেন, এবং তাঁদের থেকে উত্তম কাউকে আমাদের অভিভাবক বানিয়ে দিন!

এই দুর্ঘটনাসমূহের গভীরতা আমরা তখনই অনুধাবন করতে পারবো, যখন ঈমানি দূরদর্শিতার সাথে আমাদের সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবো! পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৫তম শতাব্দী অতিবাহিত হচ্ছে অথচ পাকিস্তানের অবস্থা হল এই যে, এখানে বদদ্বীনি ও নাস্তিকতার যৌবনকাল চলছে। অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার উত্থানকাল চলছে। কুফরি শক্তিসমূহের রক্ষাকারীরা বিজয়ী। অনৈসলামিক কুফরি শাসনব্যবস্থা ও আইন কানুনের রাজত্ব চলছে।

এর চাইতে ভয়াবহ বিষয় হল যে কেউ এই ভূমিতে ইসলাম বাস্তবায়নের নামে দাড়ায়, তাঁকেই দেশের সবচে' বড় গাদ্দার, ভারতের এজেন্ট এবং রাষ্ট্রদ্রোহী বলে আখ্যা দেওয়া হয়। জরবে আজব তো এই কথা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার করে দিয়েছে যে, এই ভূমিতে ইসলামের সেই রূপ বা ভার্সন-ই চলবে, যা পশ্চিমা কুফরি শক্তিসমূহের মঞ্জুরি অর্জন করবে। যা জাতিসংঘের মাপকাঠিতে পূর্ণ উত্তীর্ণ হবে। যা গণতন্ত্রের সাঁচে গড়া হবে। যার কপালে জাতীয়তার ছাপ থাকবে। যদি এর বিপরীত এই ভূমিতে ওই ইসলামের কথা বলা হয়, যা আল্লাহ তাআলা স্বীয় পয়গাম্বর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অবতীর্ণ করেছেন। যা কুরআন ও হাদিসের ভাণ্ডারে সংরক্ষিত আছে। যাকে উম্মাহর উলামায়ে কেরাম ১৪শত শতাব্দী যাবত ফিকহের সুরতে সংরক্ষিত রেখেছেন। যাকে ইসলামের খলীফাগণ খেলাফতের সুরতে প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন, তখন এই ধরনের লোকদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের শাসকবর্গ ও সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা দেওয়া হয়।

এই পরিস্থিতিসমুহে তো দরকার কোন এক দিক থেকে যুগের ইমাম আবু হানিফা উঠে দাঁড়াবেন, বাতিল শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে তলোয়ার উঁচিয়ে ময়দানে অবতরণ করবেন। যুগের ইমাম মালিক জালেম শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে ফাতাওয়া দিবেন, যুগের ইমাম আহমাদ সত্য বলতে অটল ও অবিচল থাকবেন... চাই তাঁর সাঁজা কোড়া এবং বন্দিত্ব-ই হোক

না কেন? যুগের ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ দ্বীনের শত্রুদের সারিগুলোকে ছত্রভঙ্গ করবেন। এই পরিস্থিতিতে উলামায়ে হকের দুনিয়া থেকে চলে নিশ্চয়ই অনেক বড় ক্ষতি।

আল্লাহ তাআলা শাইখুল হাদিস ডাক্তার শের আলী শাহকে ইল্লিয়িনের সর্বোচ্চ স্থানে জায়গা দান করুন। তিনি সর্বদা নিজের কথা ও কর্মের মাধ্যমে ইসলামের মুজাহিদদের দেখাশোনা করেছেন।

আল্লাহ তাআলা শাইখুল হাদিস শাইখ সালিমুল্লাহ খান রহ. এর কবরকে নুর দ্বারা ভরে দিন, তিনি আমেরিকা ও আন্তর্জাতিক শক্তির বিরুদ্ধে ইমারতে ইসলামী আফগানিস্তানকে সমর্থন, এবং জিহাদ ফরজে আইন হওয়ার ফাতাওয়া দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা মুফতি হামিদুল্লাহ জান রহ.কে অপরিমাণ প্রতিদান দিন, তিনি গণতন্ত্রের কুফরকে স্বীয় ফাতাওয়া ও বয়ানসমূহে উচ্চকণ্ঠে বর্ণনা করেছেন। এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত পাকিস্তানে শরীয়ত বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা জারি রাখেন। আল্লাহ তাআলা মুফতি মুহাম্মাদ ঈসা গুরমানি রহ.এর উপর অজস্র রহমত নাজিল করুন, তিনি সারা জিন্দেগী বিদআতের বিরুদ্ধে বজ্রমুঠি ছিলেন এবং জিহাদের বিরুদ্ধে উত্থাপন করা সন্দেহসমূহ শরীয়তের আলোকে রদ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের উপর প্রশস্ত রহমত বর্ষণ করুন। তাঁদেরকে জান্নাতের উত্তম স্থানে প্রবেশ করান। তাঁদের বিনিময়ে উম্মাহকে তাঁদের চেয়ে উত্তমদের দ্বারা বদলা দিন। আমিন।

বিদ্যমান পরিস্থিতিতে এই ক্ষতি পুষে নেওয়ার জন্য চিন্তা ফিকির করা সকল মুসলমানদের জন্য বিশেষ করে উলামায়ে কেরামের জন্য আবশ্যক। এরই পরিপ্রেক্ষিতে উলামায়ে কেরামের খেদমতে কিছু কথা আরজ করছি-

প্রথম কথা হল, ভারতের যে সকল মুসলমান ও উলামায়ে কেরাম পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে সমর্থন করেছিলেন, তাঁদের নিকট এর উদ্দেশ্য শুধুমাত্র "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র বাস্তবায়ন ছিল। অর্থাৎ এমন একটি ভূখণ্ড অর্জন করা, যেখানে ইসলাম বিজয়ী থাকবে। ফিরিঙ্গিদের গোলামী থেকে মুক্তির মাকসাদ আল্লাহর গোলামীতে গমন ছিল। এই যুগের ইতিহাসের ইহা এমন একটি পরিষ্কার বিষয় যে, যা বক্র বোধসম্পন্ন ব্যক্তি ও দ্বীনের শত্রুরা ব্যতীত কেউ অস্বীকার করতে পারে না। যারা নিজেদের বাতিলকে সমর্থন করার জন্য যদি দিনের বেলা সূর্যকে অস্বীকার করতে হয়, সেটাকেও তারা অবলীলায় মেনে নেয়।

আজ পুনরায় মাকসাদকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া এই জন্য জরুরি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মাকসাদ হাসিল না হবে, শরীয়ত ও আঁকলের তাকাযা হল চেষ্টা-প্রচেষ্টা জারি রাখা চাই। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর মাকসাদের সাহায্যকারীদের কাছে না কোন রাষ্ট্রীয় সংবিধান ও আইনের এমন কোন পবিত্রতা বিদ্যমান ছিল যে, তাতে শব্দের সামান্য হেরফের তাঁদেরকে ধোঁকা দিতে পারবে। আর না পশ্চিমা দর্শনের কোন প্রতারণা ছিল যে, রাষ্ট্র ও সরকার দুটি আলাদা জিনিস। যাদের মধ্য থেকে একই সময়ে একটি ইসলামী ও অপরটি গাইরে ইসলামী অর্থাৎ কুফরি হতে পারে।

সুতরাং আমাদের বুঝা উচিত যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার চেষ্টা প্রচেষ্টাকারী উলামায়ে কেরামের কখনই এই উদ্দেশ্য ছিল না যে, শুধুমাত্র কাগজে সংবিধানে শুধু কালেমা লিখে দেওয়া হবে, এবং তার মুল ভিত্তিতে রাষ্ট্রের কালেমা উচ্চারণের

ঘোষণা দিয়ে এটাকেই যথেষ্ট মনে করা হবে। চাই কার্যত কুফরের রিট কায়েম থাকুক, কেমন যেন এটাই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাকসাদ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর আমলি রূপ!

না! না! এটা কখনই নয়! এই উভয় কথাকে স্বীকার করে নেওয়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাকসাদ থেকে পদস্খলন এবং এই মাকসাদের অর্জনে ধোঁকা, প্রতারণা ও ধূর্তামি বৈ কিছুই নয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর মাকসাদ আল্লাহ তাআলার নাজিল করা ইসলামের প্রকৃত, কার্যকর ও পূর্ণ বাস্তবায়ন ছিল।

এ কারণেই জমানার মুহাদ্দিস আল্লামা সাইয়েদ ইউসুফ বানুরি রহ. ১৯৭০ সালের জানুয়ারিতে "বাসায়ের ও ইবর" গ্রন্থে লিখেছেন-

تمام علمائے امت کا اتفاق ہے کہ کسی خطہ زمین کے دار الاسلام ہونے کا مدار اس بات پر نہیں ہے کہ وہاں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب کیا ہے، بلکہ اس کا مدار قانونِ اسلام کے نفاذ پر ہے۔ جس ملک میں برسرِ اقتدار طبقہ کی جانب سے عوام کو اسلامی قانون کے فیوض وبرکات سے مستفید ہونے کا موقعہ نہ دیا جائے، جہاں کفر اور جاہلیت کا آئین وقانون مسلط ہو اور جہاں کے بے بس عوام مسلسل احتجاج کے باوجود خدائی قانون کے بجائے طاغوتی قانون کے مطابق اپنے مقدمات فیصل کرانے پر مجبور ہوں، اسے ہزار بار مسلمانوں کا ملک کہہ لیجیے، لیکن اسے حقیقی معنی میں اسلامی مملکت اور دار الاسلام کہتے ہوئے حیا آتی ہے

"সকল উলামায়ে কেরাম একমত যে, জমিনের কোন অংশ দারুল ইসলাম হওয়ার ভিত্তি ইহা নয় যে, সেখানে মুসলমানদের আবাদি বা বসবাসের সম্পর্ক করা হবে বরং তার ভিত্তি হল ইসলামের কানুন বাস্তবায়নের উপর। যে ভূখণ্ডে ক্ষমতাশীল শ্রেণীর পক্ষ থেকে সাধারণ জনগণকে ইসলামী আইন ও কানুনের ফয়েজ ও বরকত দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ না দেওয়া হবে, যেখানে কুফর ও জাহেলিয়াতের আইন ও কানুন চাপিয়ে দেওয়া থাকবে। যেখানকার শক্তিহীন সাধারণ জনগণ বারবার দাবি করা সত্ত্বেও আল্লাহর আইনের পরিবর্তে তাগুতের আইন অনুযায়ী নিজেদের মামলা-মুকাদ্দামাসমুহ ফায়সালা করতে অপরাগ হবে, তাকে হাজারবার মুসলমানদের দেশ বলুন, কিন্তু তাকে প্রকৃত অর্থে ইসলামী রাষ্ট্র ও দারুল ইসলাম বলতে আমার লজ্জা লাগে।"[১]

সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত কুফরি শাসনব্যবস্থা ও আইন কানুনের পরিবর্তে ইসলামী শাসনব্যবস্থা ও শরীয়ত বাস্তবায়ন না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভারতভাগের পূর্বের পাকিস্তান ও বর্তমান পাকিস্তানের অবস্থার মাঝে কোন পার্থক্য নেই।

---

[১] বাসায়ের ও ইবর, ২য় খণ্ড, ৪৫-৪৬ পৃষ্ঠা

আর যখন কোন পার্থক্য নেই, তাই, যে আন্দোলন শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. এর সময়ে শুরু হয়েছিল, তা ভবিষ্যতে স্বীয় মাকসাদ পূর্ণ অর্জনের জন্য জারি থাকবে।

দ্বিতীয় কথা হল- পাকিস্তানে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর বাস্তবায়নের পথে সবচে' বড় বাঁধা এখানের ক্ষমতাশীল শ্রেণী ও সেনাবাহিনী। যারা গণতন্ত্রের নামে একটি সেক্যুলার ধর্মহীন কুফরি শাসনব্যবস্থা প্রচলন করে রেখেছে। এই গণতন্ত্র পূর্বে না কখনো ইসলামী ছিল আর না ভবিষ্যতে তা কখনো ইসলামী হতে পারে? যার জন্ম পশ্চিমা মুলহিদ ও নাস্তিকদের গর্ভ থেকে হয়েছে, তার ইসলামের সাথে কিইবা সম্পর্ক?

শাইখ সালিমুল্লাহ খান রহ.কে যখন জিজ্ঞাসা করা হল, রাজনৈতিক নির্বাচনী পদ্ধতি অথবা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অধীনে ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব?

তিনি বললেন- না! এটা সম্ভব নয়! না নির্বাচনের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করা যায়, আর না গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করা যায়!

মুফতি হামিদুল্লাহ জান রহ. তো প্রকাশ্যে হক বয়ান করতে গিয়ে বলেছেন-

''جب تک یہ گند جمہوریت، انگریز کا دیا ہوا نظام اس ملک میں رہے گا، اس وقت تک یہ کنواں پاک نہیں ہوسکتا۔ سب سے پہلے مردار کتا اس کنویں سے نکالنا پڑے گا، اس کے بعد یہ پانی پاک ہوگا۔ جب تک مردار کتا پانی میں پڑا رہے گا، ہزار ڈول پانی نکالو، علما بیٹھے ہیں، وہ کنواں پاک ہوسکتا ہے؟ نہیں ہوسکتا۔ آپ ناراض نہ ہوں، میں ایک بنیادی بات کرتا ہوں، مختصر کرتا ہوں۔

قرآنِ کریم کے اندر اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللہ۔ اس آیت کے بارے میں حضرت عدی ابن حاتم نے پوچھا۔ (تفسیر) روح المعانی کو اٹھاؤ، تفسیرِ مظہری کو اٹھاؤ، دوسری تفاسیر اٹھاؤ، عربی نہیں سمجھتے تو اردو میں۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی کی تفسیر معارف القرآن اٹھاؤ۔

بہرحال تو حضرتِ عدی ابن حاتم نے پوچھا: یا رسول اللہ! ہم اہلِ کتاب تو کبھی علماء کے سامنے عبادت نہیں کرتے تھے، سجدے نہیں کرتے تھے، ہم تو کبھی اپنے پیروں کی عبادت نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کیسے فرماتے ہیں کہ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللہ، کہ انھوں نے اپنے پیروں اور اپنے مولویوں کو رب بنادیا تو کیسے رب

بنادیا، ہم نے تو ان کی عبادت نہیں کی۔ تو حضورِ اکرم ﷺ نے جواب دیا، حدیث ہے، حضور ﷺ نے فرمایا کہ انھوں نے حقِ تشریع، تحریم و تحلیل کا حق پیروں اور مولویوں کو دیا تھا۔ دوسرے الفاظ میں قانون سازی کا حق مولویوں اور پیروں کو دیا تھا، حرام کو حلال قرار دینا، حلال کو حرام قرار دینا، حقِ تشریع، قانون سازی، آئین سازی کا حق دیا تھا۔ قانون سازی اور آئین سازی کا حق صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے، اِن الحکم اِلا اللہ

کوئی کہے گا کہ ووٹ امانت ہے، کوئی کہے گا کہ ووٹ وکالت ہے، کوئی کہے گا کہ ووٹ شہادت ہے۔ ووٹ جو بھی ہے، میں ایک بات پوچھ رہا ہوں، شہادت حق کے بارے میں دی جائے گی، جو باطل نظام ہو، اس کی تائید، ووٹ ڈالنا اس باطل نظام کو تسلیم کرنا ہے کہ یہ باطل نظام درست ہے۔ آپ شہادت کہتے ہیں تو میں شہادت مانتا ہوں، آپ وکالت کہتے ہیں تو میں وکالت مانتا ہوں، آپ امانت کہتے ہیں تو میں امانت مانتا ہوں۔ جو آپ کہتے ہیں، وہ کہنے دو، لیکن یہ بات بتاؤ کہ جمہوری نظام، یہ غلیظ نظام، انگریز کا دیا ہوا نظام، اس کو گویا عملاً تسلیم کرنا ہے یا نہیں ہے۔

میرے محترم بزرگو بھائیو! قرآن نے آئین سازی اور قانون سازی کے بارے فیصلہ کردیا ہے۔ اور مسلم الثبوت کی عبارت ہے کہ أجمعت الأمة علی أن الحاکم هو الله تعالی۔ مجتہد بھی قانون ساز نہیں، وہ ماہرِ قانونِ شریعت ہے، وہ بتلانے والے ہیں، بنانے والے نہیں۔

ہم بزرگوں کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، ہم بزرگوں سے بدگمانی نہیں کرتے، مگر بزرگ کچھ بنیاد، کچھ مجبوری یا ضرورت یا اجتہادی غلطی سمجھو، جو بھی تعبیر کرتے ہو، وہ حصہ لے چکے ہیں، مگر تجربہ نے یہ ثابت کردیا کہ ان حضرات کی یہ جدوجہد کامیاب نہیں ہوسکی، جمہوری طریقے سے، لہٰذا لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین ،ایک مسلمان ایک سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاسکتا۔ پچاس سال سے زیادہ گویا ہم نے ووٹ لوگوں سے مانگا، لوگوں نے دیا اور کبھی ایسا بھی موقع آیا کہ ہمیں پچاسی ممبر حاصل ہوگئے، قومی اسمبلی میں کافی اکثریت حاصل ہوگئی، مگر آپ نے دیکھا کہ کون سا اسلامی نظام آیا۔ کہتے ہیں، ہم دفاع کرتے ہیں، دفاع کون سا ہوجاتا ہے، حقوقِ نسواں بل پاس ہوا، کسی نے اس کا سدِباب کیا؟ جواب دو؟ بولنا تو مقصود نہیں، دفاع کا مطلب تو یہ ہے کہ اسے

روک لو۔ دفاع کا معنی تو سمجھ لو، دفاع کا معنی صرف بولنا تو نہیں ہے، دفاع کا معنی تو روکنا ہے۔ کسی نے روکا اس بل کو؟ پاس ہوا یا نہیں پاس ہوا؟

میں یہ گزارش کروں گا کہ خدارا! پہلے حقیقت سمجھو، مولویو! توبہ کرو۔ میں کہتا ہوں، میں جمہوری سیاست میں حصہ لے چکا ہوں۔ سن ۷۰ء میں ممبر تھا مولانا صدر شہید کا اور پاس بھی ہوا، ساٹھ ہزار کی لیڈ سے پاس ہوا۔ لیکن میں کھلے الفاظ میں کہتا ہوں کہ میں نے اس گناہ سے توبہ کرلیا ہے۔ اللہ میری توبہ قبول کرلے۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی توبہ کرلیں اور آئیے، نظامِ خلافت کے لیے تحریک کی بنیاد پر میدان میں آئیں۔

کیوں گھبراتے ہو، آؤ میدان میں، اسلامی نظام آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو میں تو یہی درخواست کروں گا اور پاکستان اسلامی بنے گا لیکن کب، آپ لوگ جب جمہوری نظام کو چھٹی دو گے اور یہ گند، یہ مردار کتا کنویں سے نکالنا پڑے گا تو پھر اس کے بعد آپ کو پاک پانی میسر ہوگا۔

میں انگریز کے جمہوری نظام کا مخالف ہوں، انگریز کے جمہوری نظام کا مخالف ہوں، انگریز کے جمہوری نظام کا مخالف ہوں۔''

“যত দিন এই গান্ধা গণতন্ত্র, ইংরেজ প্রদত্ত শাসনব্যবস্থা এই দেশে থাকবে, ততদিন এই কূপ পাক হতে পারে না। সর্বপ্রথম মৃত কুকুর এই কূপ থেকে বের করে ফেলতে হবে। তারপর এই পানি পাক হবে। যতক্ষণ মরা কুকুর পানিতে পরে থাকবে, হাজার বালতি পানি বের করুন! আলিমগণ বসা আছেন, সেই কূপ কি পাক হতে পারে? হতে পারে না। নারাজ হবেন না! আমি একটি মৌলিক কথা বলছি, সংক্ষিপ্ত কথা বলছি।

কুরআনে কারিমের মাঝে- **اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ الله** এই আয়াতের ব্যাপারে হযরত আদি ইবনে হাতেম রাঃ জিজ্ঞাসা করেছেন-

তাফসিরে রুহুল মায়ানি উঠিয়ে দেখুন! তাফসিরে মাজহারী উঠিয়ে দেখুন! অন্যান্য তফসির উঠিয়ে দেখুন! আরবি না বুঝলে উর্দুতে হযরত মাওলানা ইলিয়াস কান্ধলবি রহ. এর তাফসিরে মাআরিফুল কুরআন উঠিয়ে দেখুন!

যাইহোক হযরত আদি ইবনে হাতেম রাঃ জিজ্ঞাসা করলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা আহলে কিতাবরা তো কখনো উলামাদের সামনে ইবাদত করতাম না। সেজদা দিতাম না। আমরা তো কখনো আমাদের পীরদের ইবাদত করতাম

না। তাহলে আল্লাহ তাআলা কিভাবে বললেন যে, **اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ الله** যে তারা তাঁদের পীরদের, মৌলবিদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করতো! তো তারা কিভাবে রব বানাল? আমরা তো তাঁদের ইবাদত করিনি। তখন হুজুরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন- হাদিস আছে- হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- তারা শরীয়ত প্রণয়নের হক, হালালকে হারাম করা ও হারামকে হালাল করার হক পীর ও মৌলবিদের দিয়েছিল। অন্য ভাষায় আইন প্রণয়নের হক পীর ও মৌলবিদের দিয়েছিল। হারামকে হালাল সাব্যস্ত করে দেওয়া এবং হালালকে হারাম সাব্যস্ত করে দেওয়া, শরীয়ত প্রণয়নের হক, আইন প্রণয়ন, আইন তৈরির হক শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য সাব্যস্ত। **إن الحكم إلا لله** বিধানদাতা একমাত্র আল্লাহ তাআলা।

কেউ বলবে ভোট আমানত, কেউ বলবে ভোট ওয়াকালত বা প্রতিনিধিত্ব। কেউ বলবে ভোট হচ্ছে সাক্ষ্য। ভোট যা কিছুই হোক, আমি এক একটি কথা জিজ্ঞাসা করছি, সাক্ষ্য হকের ব্যাপারে দেওয়া হবে, যে বাতিল শাসনব্যবস্থা রয়েছে, তার সমর্থনে ভোট দেওয়া, সেই বাতিল নেজামকে মেনে নেওয়ার রূপান্তর যে, এই বাতিল শাসনব্যবস্থা সঠিক! আপনি শাহাদাত বলছেন! তো আমি শাহাদাত মানছি, আপনি ওয়াকালত বলছেন! তো আমি ওয়াকালত মানছি, আপনি আমানত বলছেন! তো আমি আমানতও মেনে নিচ্ছি। আপনি যাই বলতে চান বলুন! কিন্তু আপনি এটা বলুন যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, এই নাপাক শাসনব্যবস্থা, ইংরেজদের দেওয়া শাসনব্যবস্থা! এটাকে কার্যকরভাবে মেনে নিবেন কি নিবেন না?

আমার মুহতারাম বুজুর্গ ভাই! কুরআন আইন প্রণয়ন ও বিধান প্রণয়নের ব্যাপারে ফায়সালা দিয়ে দিয়েছে।

মুসাল্লামুস সুবুত” এর ইবারত হচ্ছে- أجمعت الأمة على أن الحاكم هو الله تعالى উম্মাহ একমত হয়েছে যে, একমাত্র শাসক হচ্ছে আল্লাহ তাআলা।

মুজতাহিদও আইন প্রণয়নকারী নন। তিনি হচ্ছে শরঈ বিধিবিধানের ব্যাপারে পারদর্শী। তিনি শুধু বলে দেন, প্রণয়ন করেন না।

আমরা বুজুর্গদের প্রতি সালাম পেশ করছি, আমরা বুজুর্গদের ইহতিরাম ও সম্মান করি। আমরা বুজুর্গদের প্রতি মন্দ ধারনা করি না। কিন্তু বুজুর্গদের এটাকে কিছু মৌলিক, কিছু অপরাগতা অথবা জরুরত বা ইজতিহাদি ভুল মনে করুন! যিনি যেই ব্যাখ্যা করুক, তিনি অংশ নিয়ে নিয়েছেন, কিন্তু অভিজ্ঞতা এটাই প্রমাণ করে দেয় যে, এই হযরতদের এই চেষ্টা প্রচেষ্টা কামিয়াব হতে পারবে না। গণতান্ত্রিক পন্থায়।

সুতরাং لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين একজন মুমিন একই গর্তে দুইবার দংশিত হয়না।

পঞ্চাশ চালের চাইতে বেশি আমরা লোকদের কাছে ভোট চেয়েছি। লোকেরা আমাদের ভোট দিয়েছেন, কখনো এমনও হয়েছে যে, আমাদের ৮৫ মেম্বার (সংসদ সদস্য) অর্জন হয়েছে। জাতীয় এসেম্বলিতে যথেষ্ট আধিক্য অর্জন হয়েছে। কিন্তু আপনারা দেখেছেন কোন ইসলামী বিধান টা এসেছে?

তারা বলে যে, আমরা প্রতিরক্ষা করছি, প্রতিরক্ষা কাকে বলে? নারী অধিকার বিল পাস হয়েছে। কেউ এটাকে প্রতিহত করতে পেরেছে? জবাব দিন! বলুন! (সংসদে কিছু) বলা তো উদ্দেশ্য নয়। প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্য তো হচ্ছে কাজটাকে রুখে দেওয়া হবে। প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্য তো বুঝে নিন! প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্য তো শুধুমাত্র বলা না! প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্য তো হচ্ছে রুখে দেওয়া। কে রুখেছে সে বিলকে? পাস হয়েছে কিনা বলুন!?

আমি আরজ করবো, আল্লাহর ওয়াস্তে আগে বাস্তবতা বুঝুন! হে মৌলবিরা! তওবা করুন! আমি বলছি, আমি গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অংশ নিয়েছি। ৭০ সালে আমি মেম্বার (সংসদ সদস্য) ছিলাম। মাওলানা সদর শহীদও পাস হয়েছিলেন। ৬০ হাজারের লিড দ্বারা পাস হয়েছেন। কিন্তু আমি পরিষ্কার ভাষায় বলছি- আমি এই গুনাহ থেকে তওবা করে নিয়েছি। আল্লাহ আমার তওবা কবুল করুন! আপনাদের কাছে দরখাস্ত করছি, আপনারাও তওবা করুন! আসুন! খেলাফত শাসনব্যবস্থার জন্য আন্দোলনের মুল ভিত্তি অনুসারে ময়দানে আসুন!

কেন ঘাবড়াচ্ছেন? আসুন ময়দানে আসুন! দেখুন ইসলামী শাসনব্যবস্থা আসে কিনা! তো আমি শুধুমাত্র এটাই দরখাস্ত করবো এবং পাকিস্তান ইসলামী হবে কিন্তু কবে? আপনারা যখন গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে ছুটি দিয়ে দিবেন। এবং এই নাপাক, এই মরা কুকুর আপনাদের কুপ থেকে তুলে ফেলতে হবে, তারপরেই আপনাদের পাক পানি ব্যবস্থা হবে।”

এই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে তো পশ্চিমা কুফরি শক্তিসমূহের পক্ষ থেকে জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং তারা সর্বদা পাকিস্তানের শাসকবর্গ ও জেনারেলদের থেকে এই বিষয়ের জামানত নিয়ে নিয়েছে যে, তাদের খাইরাত করে যাওয়া শাসনব্যবস্থা-ই পাকিস্তানে সর্বদা প্রচলিত থাকবে। এই শাসকবর্গ ও সেনাবাহিনীকে সেই মাকসাদের জন্য পালন করা হয় যে, এরা পাকিস্তানে শরীয়ত বাস্তবায়নের প্রতিটি আওয়াজকে দমিয়ে দিবে। এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এরা ১৫তম শতাব্দীতে আমেরিকা ও পশ্চিমা মুরুব্বীদের নুনের হক উত্তমভাবে আদায় করছে। উলামায়ে কেরাম, ইসলামের মুজাহিদিন এবং সাধারণ দ্বীনের প্রেমিকদের রক্ত দ্বারা নিজেদের হাতকে রঙ্গিন করেছে। দ্বীনের নামে দাঁড়ানো প্রতিটি আন্দোলনকে চূর্ণবিচূর্ণ করেছে। এমনকি আজ পুরো দ্বীনদার শ্রেণীকে কমজোর করে জোরপূর্বক দমিয়ে রাখার চেষ্টা করছে।

সুতরাং প্রত্যেক পাকিস্তানীকে বুঝা উচিত যে, পাকিস্তানে দ্বীনে ইসলাম ও আহলে ইসলামের সবচে’ বড় শত্রু শাসকশ্রেণী ও এখানের সেনাবাহিনী। এবং যে কোন দ্বীনি জামাআতের গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ হওয়ার

ফায়দা সেই দ্বীনের শত্রুদেরই হয়। অপরদিকে আহলে দ্বীনের হকে এই রাজনীতির পরিণাম পাকিস্তানের ইসলামের সূর্য ডুবে যাওয়া এবং ইসলামের জানাজা বের হওয়ার নামান্তর।

শাইখুল হাদিস ডাক্তার শের আলী শাহ রহ. বলেন-

''اہالیانِ پاکستان کو متنبہ کرنا چاہیے کہ وہ خدارا ان لیڈروں، امریکہ نواز لیڈروں کے دجل وفریب سے باز رہیں۔ کتنی مدت ہوگئی ہے پاکستان بننے کی، اب تک اس ملک میں اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نظام نہیں آیا۔ ملک اس مبارک کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا دیا ہے، مگر افسوس حکمرانانِ حکومت نے وعدے کے ساتھ وعدہ خلافی کی اور انگریزی نظام کو اب تک جاری وساری رکھا، جس کے نتیجے میں پاکستان دنیا کی تمام ادنی ترین حکومتوں میں سے بہت زیادہ ذلیل وخوار ہوچکا ہے۔ دن بدن لوگ اسلامی اقدار وروایات سے جاہل ہورہے ہیں، نوجوانوں میں انگریزی تہذیب وتمدن ظاہر ہو رہا ہے، نوجوان مسلمان اپنے دین سے بالکل غافل ہے، ان کے چہروں پر اسلامی تشخص کی کوئی نشانی نظر نہیں آتی۔ اور یہ لیڈر جو بڑے بڑے دعوی کرتے ہیں اور امریکہ نواز ہیں، ان کے منہ میں اسلام اور اللہ کا نام تک نہیں ہے، لوگوں کو کب تک یہ دھوکہ دے رہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان غداروں کے دجل وفریب سے باز آئیں۔ خدارا اس ملک کو صحیح معنوں میں پاکستان بنانا چاہیے۔

اس ملك میں قرآن وحدیث کے نظام کو قائم فرمائیں۔ پاکستان کو صحیح معنوں میں پاکستان بنائیں۔ ''

“পাকিস্তানের অধিবাসীদের আমি সতর্ক করতে চাই যে, ওহ! আল্লাহর ওয়াস্তে এই লিডার, আমেরিকা-প্রেমিক লিডার ও নেতাদের ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকুন! পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কত দিন হয়ে গেছে! আজ পর্যন্ত এই ভূমিতে এই কালেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ’র শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই দেশকে আল্লাহ তাআলা এই মুবারক কালেমার বরকতে আমাদের দান করেছেন। কিন্তু আফসোস দেশের শাসকবর্গ ওয়াদা দিয়ে আমাদের সাথে ওয়াদার খেলাফ করেছে। এবং ইংরেজি শাসনব্যবস্থাকে আজ পর্যন্ত জারি ও প্রচলিত রেখেছে। যার ফলে পাকিস্তান দুনিয়ার সকল নিম্ন মানের দেশসমূহের মাঝে অনেক বেশি লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছে।

দিন দিন লোকেরা ইসলামী কর্তৃত্ব ও বর্ণনাসমূহ থেকে গাফেল হয়ে যাচ্ছে। যুবকদের মাঝে ইংরেজি সংস্কৃতি ও তমদ্দুন প্রকাশ পাচ্ছে। মুসলিম নওজোয়ানরা নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ গাফেল। তাঁদের চেহারায় ইসলামী ব্যক্তিত্বের কোন নিশানা দৃষ্টিগোচর হয়না। এবং এই নেতারা, যারা বড় বড় দাবি করে, তারা হচ্ছে আমেরিকা-

প্রেমিক। তাদের মুখে ইসলাম ও আল্লাহর নাম পর্যন্ত নেই। লোকদেরকে কত দিন পর্যন্ত এরা ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছে। মুসলমানদের উচিত এই গাদ্দারদের ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে বেঁচে আসে। আল্লাহর ওয়াস্তে এই ভূখণ্ডকে সঠিক অর্থে পাকিস্তান বানানো উচিত।

এই দেশে কুরআন ও হাদিসের শাসনব্যবস্থাকে কায়েম করুন! পাকিস্তানকে সঠিক অর্থে পাকিস্তান বানান!"

তৃতীয় কথা হল এই যে, বর্তমানে পাকিস্তানের সামাজিক জীবনে দ্বীনের নাম উচ্চারণকারীদের বিরুদ্ধে পুরো রাষ্ট্রীয় মিশনারি যুদ্ধ করছে। যদি দ্বীনদারদের পক্ষ থেকে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়, তখন মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য অহিংসার দর্শন প্রচার শুরু হয়ে যায়। জেনে রাখা উচিত অহিংসার এই দর্শন গান্ধীর নাপাক দ্বীনের দর্শন। অহিংসার এই দৃষ্টিভঙ্গি তো জিহাদের প্রতিটা আকৃতির অস্বীকার, সেই জিহাদ, যা ইসলামের একটি অকাট্য বিধান। যা ব্যতীত ইসলামী পরিপূর্ণ নয়।

দ্বীনদার শ্রেণীকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য অহিংসার এই দর্শনকে উপমহাদেশে বিংশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. এর দিকে সম্পৃক্ত করা হয়। আল্লাহর কসম! এটা অনেক বড় জুলুম! সেই মহান ব্যক্তি তো নিজের মৃত্যুর সময়ও এই আফসোস ও জ্বলন প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, হায়! যদি আমি জিহাদের ময়দানে হতাম! এবং শত্রুদের পক্ষ থেকে আমার শরীরকে টুকরো টুকরো করে দেওয়া হত। সারা জিন্দেগী এই আকাঙ্ক্ষা যার সিনাতে প্রজ্বলিত ছিল, এবং তিনি পাকিস্তানের উপজাতীয় এলাকা ইয়াগিস্তানের ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে পুরা জিহাদি রণাঙ্গন কায়েম করেছেন। এবং খোদ সে রণাঙ্গনের নেতৃত্বের জন্য বেচাইন ছিলেন। এটা কেমন জুলুম যে, তার দিকে অহিংসার দর্শনকে সম্পর্কযুক্ত করা হবে। না এটা শাইখুল হিন্দের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, আর এটা তাঁর ছাত্রদের দৃষ্টিভঙ্গি! আর না এটা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের কোন চিন্তাশীল জামাআতের দৃষ্টিভঙ্গি!

কুফরি শক্তিসমূহ তো এটাই চায় যে, ওরা আহলে ইসলামের সাথে যে পরিমাণ ইচ্ছা জুলুম করবে, কিন্তু জবাবে যেন মুসলমানরা কোনভাবেই কিতালের রাস্তা গ্রহণ না করে। কেননা কুফর ও কুফরি শাসনব্যবস্থার মরণ জিহাদ ও কিতালের মাঝেই রয়েছে।

চতুর্থ বিষয় হল এই যে, পাকিস্তানে ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা-প্রচেষ্টার জন্য আবশ্যক হল, এখানের উলামায়ে কেরাম ও দ্বীনদার শ্রেণীর মাঝে একতা ও ঐক্য কায়েম করা। এবং এই ব্যাপারে সব ধরনের ইখতেলাফ ও মতবিরোধ থেকে বেঁচে থাকা। দ্বীন ও শরীয়ত বাস্তবায়নের ব্যাপারে যে কোন ধরনের ইখতেলাফ পুরো দ্বীনদার শ্রেণী ও পুরো দীনী আন্দোলনের জন্য হত্যাকারীর তলোয়ার সমতুল্য। শরীয়ত বাস্তবায়নের জন্য চাই শক্তির ব্যবহার করা হোক, অথবা জবান বা কলমের ব্যবহার করা হোক। ইহা একই কর্মপথের দুটি স্তর। এখানে কাজের পন্থার ব্যাপারে ইখতেলাফ নেই। একটি অপরটিকে শক্তি যোগায়। এখানে ইখতেলাফ সৃষ্টি করে একটির অপরটির বিরোধিতা করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েজ নেই।

এই পরিস্থিতিতে উলামায়ে কেরামের প্রতি আবেদন এই যে, পাকিস্তানে দ্বীনের চেষ্টা প্রচেষ্টাকারী, চাই তাঁরা আহলে মাদারেস হোক অথবা মুজাহিদিন, সবাই একই শক্তি। এবং তাঁদের একই শক্তি হওয়া উচিত। বর্তমানে দ্বীনের দুশমন পাকিস্তানী শাসকবর্গ সেনাবাহিনীর চেষ্টা এই যে, তাঁরা দ্বীনদার শ্রেণীকে ভাগ করে ফেলবে। তাঁদের একতাকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। এবং তাঁদের শক্তিকে কমজোর করে দিবে। আর আল্লাহ না করুন, যদি তাঁরা এতে কামিয়াব হয়ে যায়, তাহলে পাকিস্তানে শরীয়ত বাস্তবায়নের মঞ্জিল বহু বছর পিছিয়ে যাবে।

সুতরাং এই সময় হচ্ছে "আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার"এর ফরজ আদায়ের সময়। কাজের ময়দানে নেমে পড়ার সময়। দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে একে অপরের হাত ও বাজু হওয়ার সময়। চাই পাকিস্তানে চলমান শরীয়ত বাস্তবায়ন ও দ্বীন প্রতিষ্ঠার যুদ্ধে পুরো দ্বীনদার শ্রেণী একত্রিত হোক না কেন! যার সামর্থ্যে কুলাবে সে হাতের শক্তিকে ব্যবহারে নিয়ে আসুক! যার সামর্থ্যে কুলাবে, সে জবানের শক্তিকে ব্যবহারে নিয়ে আসুক। যার সামর্থ্যে এই দুইটার কোনটাই কুলাবে না, তাহলে সে অন্তত ইসলাম ও কুফরের মধ্যে চলমান যুদ্ধে অন্তর দিয়ে ইসলামের মুজাহিদদের সাথী হয়ে যাক। শরীয়ত বাস্তবায়নের জন্য প্রার্থনাকারী হয়ে যাক। এবং নিজ অন্তর দ্বারা পাকিস্তানী শাসকবর্গ ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে হয়ে যাক। গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও মান রচিত সংবিধান, আইন কানুনের প্রতি অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি করুক!

পরিশেষে আমরা শাইখুল হিন্দ রহ. এর সর্বশেষ নিয়মতান্ত্রিক খুতবা থেকে একটি অংশ হযরত উলামায়ে কেরামের সম্মুখে পেশ করার অনুমতি চাইছি, যা আজও উলামায়ে কেরামকে আমলের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে। মনে রাখবেন! শাইখুল হিন্দ রহ. সেই ব্যক্তিত্ব, যার হাতে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে মোকাবেলায় উপমহাদেশের সকল চিন্তাশীল জামাআত ও আন্দোলনকারী শক্তি একত্রিত হয়েছিল। এবং যারা এই ভূখণ্ডে আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা এবং আজাদির এক উপমা ছিলেন। তিনি বলেন-

''آج بھی ایک میدانِ عمل تمہارے سامنے ہے۔ ابتلاء وامتحان کی کڑی منزل درپیش ہے مگر آپ ڈر نہ جائیں۔ صرف اپنے آقائے نامدار اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر غور کریں۔ آپ کو مشرکینِ عرب نے اس قدر سخت تکلیفیں پہنچائی ہیں کہ الامان والحفیظ۔ مگر آپ ان تمام جاں گداز تکلیفوں کو نہایت استقامت کے ساتھ برداشت کرتے رہے اور اپنے فرضِ تبلیغ کو جاری رکھا۔ یہاں تک کہ کفارِ مکہ نے آپ کے قتل کا منصوبہ باندھ کر آپ کے مکان کا محاصرہ کرلیا۔ اس وقت آپ خدا تعالیٰ کے حکم سے مکان چھوڑ کر تشریف لے گئے اور تین دن غارِ ثور میں رہ کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ وہ زمانہ مسلمانوں کے لیے سخت ابتلا وآزمائش کا زمانہ تھا۔ مسلمانوں کی تعداد نہایت قلیل اور مالی حالت نہایت تنگی کی تھی، مگر ان کے ایمان پختہ اور قلب مطمئن تھے۔ ان کی صداقت اور

استقامت کی برکت تھی کہ کفار کے تمام منصوبے خاک میں مل گئے اور ذلیل وخوار ہوکر مغلوب ہوئے اور خدا کا نور تمام دنیا میں پھیل گیا۔ میری غرض صرف اس بیان سے یہ ہے کہ اگر آج مسلمانوں کے ایمان پختہ ہوجائیں اور خدائے تعالیٰ کے وعدۂ نصرت [كان حق علينا نصر المؤمنين] پر ان کو پورا بھروسہ ہوجائے اور تکالیف کے برداشت میں ذرا صبر واستقامت سے کام لیں تو ان کی کامیابی یقینی ہے۔

دشمنانِ خدا ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی کوشش کرتے رہے ہیں لیکن خدائے تعالیٰ کی نصرت اور توفیق سے مومنین کی قوتِ ایمانی اور استقامت ہمیشہ ان کوششوں کے سامنے سدِ سکندری ثابت ہوئی ہے۔ اسلام خدا کا نور ہے جو ان کور چشموں کی معاندانہ پھونک سے کبھی نہیں بجھ سکتا۔

فرزندانِ توحید! آج تمہارے ایمان واخلاص کا امتحان ہے۔ خدا تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کون اس کے جلال وجبروت کے سامنے سر جھکاتا ہے اور کون ہے جو دنیا کی ناپائیدار ہستیوں کے خوف سے خدا کی امانت میں خیانت کرتا ہے۔ اگر تم کو میدانِ محشر میں خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، اگر تم کو رسولِ پاک ﷺ کی استقامت کی آرزو ہے تو اس کے پاک دین کی حفاظت کرو، اس کے مقدس احکامات کی اطاعت کرو، اس کی امانتِ توحید کو برباد نہ ہونے دو اور اس کی دی ہوئی عزت کو حقیقی عزت سمجھو۔

اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ تمام مذہبی، تمدنی، اخلاقی، سیاسی ضرورتوں کے متعلق ایک کامل اور مکمل نظام رکھتا ہے جو لوگ کہ زمانہ موجودہ کی کشمکش میں حصہ لینے سے کنارہ کرتے ہیں اور صرف حجروں میں بیٹھے رہنے کو اسلامی فرائض کی ادائیگی کے لیے کافی سمجھتے ہیں، وہ اسلام کے پاک وصاف دامن پر ایک دھبہ لگاتے ہیں۔

ان کے فرائض صرف نماز، روزہ میں منحصر نہیں بلکہ اس کے ساتھ اسلام کی عزت برقرار رکھنے اور اسلامی شوکت کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ان پر ہے، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى ''

"আজও এক আমলের ময়দান আপনাদের সম্মুখে রয়েছে। মসিবত ও পরীক্ষার তিক্ত মঞ্জিল আপনাদের সম্মুখে রয়েছে। কিন্তু আপনারা ভয় পেয়ে যাবেন না! শুধুমাত্র নিজ আকায়ে নামদার ও খাতামুন নাবিয়্যিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের অবস্থাসমূহ নিয়ে চিন্তা করুন! হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আরবের মুশরিকরা এই পরিমাণ কঠিন কষ্ট দিয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা-ই নিরাপত্তা দিয়েছেন এবং হেফাজত করেছেন। কিন্তু তিনি ওই সকল জান বিদীর্ণকারী কষ্টসমূহকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সহ্য করেছেন। এবং স্বীয় ফরজ তাবলীগ কে জারি রেখেছেন। এমনকি মক্কার কাফেররা তাকে হত্যার পরিকল্পনা করে তাঁর ঘর অবরুদ্ধ করেছিল। সে সময় তিনি ঘর ছেড়ে বের হয়ে পড়েন। এবং তিন দিন গারে ছাওরে থেকে মদিনা মুনাওয়ারাহ তাশরিফ নিয়ে যান।

সে জমানা মুসলমানদের জন্য শক্তি মসিবত ও পরীক্ষার জমানা ছিল। মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম ও আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল ছিল। কিন্তু তাঁদের ঈমান পোক্ত ও কলব নিশ্চিন্ত ছিল। তাঁদের সত্যবাদিতা এবং দৃঢ়তার এমন বরকত ছিল যে, কাফেরদের সকল পরিকল্পনা মাটির সাথে মিশে যায়। এবং তারা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে পরাজিত হয়ে যায়। এবং আল্লাহর নুর সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। এই বয়ান দ্বারা আমার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র এই যে, যদি আজ মুসলমানদের ঈমান মজবুত হয়ে যায়। এবং আল্লাহ তাআলার সাহায্যের ওয়াদা [كان حق علينا نصر المؤمنين] এর উপর তাঁদের পূর্ণ বিশ্বাস এসে যায়। কষ্ট ও বিপদাপদে কিছুটা ধৈর্য ও দৃঢ়তা অবলম্বন করে, তাহলে তাঁদের সফলতা নিশ্চিত।

আল্লাহর দুশমনরা সর্বদা ইসলাম ও মুসলমানদের পৃথিবীর বুক থেকে মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও তাওফিকে মুমিনদের ঈমানী শক্তি ও দৃঢ়তা সর্বদা ওদের প্রচেষ্টাসমূহের সম্মুখে “সিকান্দারী বাঁধ” প্রমাণিত হয়। ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর নূর, যা ওই বক্র চোখবিশিষ্টদের শত্রুতামূলক ফুঁৎকারে কখনো নিভে যেতে পারে না।

হে তাওহীদের সন্তানেরা! আজ তোমাদের ঈমান ও ইখলাসের পরীক্ষা চলছে। আল্লাহ তাআলা দেখছেন কে তাঁর জালাল ও প্রভাবপ্রতিপত্তির সম্মুখে মাথা ঝুঁকায়। আর ওই ব্যক্তি কে যে দুনিয়ার ধ্বংসশীল লোকদের ভয়ে আল্লাহর আমানতের মাঝে খেয়ানত করে।!

যদি তোমাদের হাশরের মাঠে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হতে হয়, যদি তোমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইস্তেকামাতের আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহলে তাঁর পবিত্র দ্বীনকে হেফাজত কর! তাঁর পবিত্র বিধিবিধানের আনুগত্য কর! তাঁর তাওহীদের আমানতকে বরবাদ হতে দিয়ো না। এবং তাঁর প্রদত্ত ইজ্জতকে প্রকৃত ইজ্জত মনে কর!

ইসলাম শুধুমাত্র ইবাদতের নাম নয় বরং তাঁর সকল ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, চারিত্রিক, রাজনৈতিক জরুরতসমূহ সম্পর্কিত একটি পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ শাসন ও জীবন ব্যবস্থা রয়েছে। যে লোকেরা বর্তমান জমানার বিপদাপদ ও কষ্ট মসিবতে অংশ নেওয়া থেকে এড়িয়ে চলে, এবং শুধুমাত্র হুজরাখানায় বসে থাকাকে ইসলামী ফারায়েজসমূহ আদায় হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট মনে করে, সে ইসলামের পাক ও পরিচ্ছন্ন আঁচলে একটি দাগ বসিয়ে দিয়েছে।

ইসলামের ফারায়েজ শুধু নামাজ ও রোজার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং তাঁর সাথে সাথে ইসলামের ইজ্জত সমুন্নত রাখা এবং ইসলামী শক্তির হেফাজতের জিম্মাদারিও তাঁদের উপর রয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাকে ও আপনাদেরকে ওই সকল বিষয়ের তাওফিক দান করুন, তিনি যা ভালোবাসেন ও যাতে সন্তুষ্ট হন।[২]

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد

[২] শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দি, এক সিয়াসি মুতালাআ, ২১০-২১১ পৃষ্ঠা, মজলিসে ইয়াদগারে শাইখুল ইসলাম, পাকিস্তান।